দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 21 SEP 2017
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩

৮০ স্কুলে প্রধান শিক্ষক নেই

দেবিদ্বারে ৬৭ ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে শিক্ষার্থীদের পাঠদান

■ দেবিদ্বার (কুমিল্লা) সংবাদদাতা

২০০৯ সালের পর থেকে প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি না হওয়ায় ১৮৫টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৮০টি বিদ্যালয়ে নেই প্রধান শিক্ষক। এছাড়া ৬৭টি ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে চলছে শিক্ষার্থীদের পাঠদান।

এর মধ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৪১টি এবং রেজিস্টার প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ২৬টি। বেহাল ভবনে পাঠদান ও দীর্ঘদিন প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য থাকায় সহকারী শিক্ষক দিয়েই চলে প্রধান শিক্ষকের কাজ। এ কারণে পাঠদান ব্যাহতসহ বাড়ছে প্রশাসনিক জটিলতা। শিগগিরই ওইসব বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকসহ শূন্য পদে সহকারী শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে পড়াশোনার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দাবি করেছেন সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক, পরিচালনা কমিটির সদস্য ও অভিভাবকরা।

৬৭টি ঝুঁকিপূর্ণ ভবন থেকে ১৪টি নির্মাণের অনুমোদন হলেও বরাদ্দ না আসায় থমকে আছে কাজ। বাকি ৫৩টি ঝুঁকিপূর্ণ বিদ্যালয় কবে অনুমোদন হবে তাও অনিশ্চয়তায় রয়েছে।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ১৮৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পঞ্চম শ্রেনি পর্যন্ত মোট শিক্ষার্থী রয়েছে ৫০ হাজার ৮২৫ জন। তিনটি বিদ্যালয়ে চারজন সহকারী শিক্ষক নেই। চলতি বছরে একজন প্রধান শিক্ষক অবসরে যাওয়ার কথা রয়েছে।

ঝুঁকিপূর্ণ বিদ্যালয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বাখরসার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ছোট আলমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, উনঝুটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিবনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দেবিদ্বার দক্ষিণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, তেবারিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শাকতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং চাষারপাড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা খগেন্দ্র চন্দ্র সরকার বলেন, ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের তালিকা প্রতিবছরই মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। এ বছর ১৪টি ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের অনুমোদন এসেছে, বাকিগুলো পর্যায়ক্রমে আসবে। প্রধান শিক্ষক পদ শূন্য প্রসঙ্গে বলেন, শিক্ষক সংকট একটি জাতীয় সমস্যা। যেসব বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে, সেসব বিদ্যালয়ের একটি তালিকা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে।